

বংশ:	তিনি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম, হাশেম কুরাইশ বংশের, কুরাইশ আরবের একটি গোত্র এবং আরবরা ইসমাইল বিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশধর।
জন্ম:	রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্রাহার হস্তি বাহিনীর ঘটনার বছর রবিউল আউয়াল মাসে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন, ৬৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, এর মধ্যে ৪০ বছর নবুয়তের পূর্বে ও ১৩ বছর নবী ও রাসূল হিসেবে জীবন যাপন করেন, তিনি এতিম ছিলেন, তার জন্মের পূর্বে তার পিতা মারা যায়, তিনি তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব এর তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন, তার দাদার মৃত্যুর পরে তিনি তার চাচা আবু তালেব এর তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন।
নবুওয়াতের দায়িত্ব:	তিনি মানুষ ও জিন উভয় জাতির নিকটে নবী হিসেবে প্রেরিত হন, সুতরাং যার নিকটেই তার দাওয়াত পৌঁছাবে সে যদি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহলে সে কাফের।
দাওয়াত:	তিনি তাওহীদ, উত্তম চরিত্র ও উত্তম আমলের দিকে দাওয়াত দেন এবং শিরিক, খারাপ চরিত্র ও খারাপ আমল থেকে নিষেধ করেন।
মি'রাজ:	একদা তাকে মক্কা থেকে বাইতুল মাকদাস নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর সেখান থেকে সপ্তম আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সেখানে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেন এবং সেখানে তার উপরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়।
হিজরত ও মৃত্যু:	তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন, তাকে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর ঘরে দাফন করা হয়।
তাবলীগ:	তার মাধ্যমেই আল্লাহর দিনকে পরিপূর্ণ করেছেন, তিনি স্পষ্টভাবে দিনের প্রচার করেছেন, তিনি আমানত রক্ষা করেছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহর রাস্তায় যথাযথ রূপে সর্বপ্রকার জিহাদ করেছেন, সুতরাং কোন ব্যক্তির পক্ষে এই দিনে নতুন ভাবে কোন কিছু সংযোগ করা সম্ভব নয়।
গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সমূহ:	সাতটি, সেগুলো হচ্ছে: বদর, ওহুদ, খন্দক, খাইবার, মক্কা বিজয়, তাবুক, হুনাইন।
সন্তান সাতজন:	কাশেম, ইব্রাহিম, আব্দুল্লাহ, জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা, ফাতেমা ব্যতীত অন্য সকলেই তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন, শুধুমাত্র ফাতেমা তার মৃত্যুর ছয় মাস পরে মৃত্যুবরণ করেন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদীন)।
স্ত্রীদের সংখ্যা ১২ জন:	খাদিজা, আয়েশা, সাওদা, হাফসা, যাইনাব আল হিলালিয়া, উম্মে সালামা হিন্দ, যাইনাব বিন্তে জাহাশ, জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস, সাফিয়া বিনতে হুইয়াই, উম্মে হাবিবা রামলাহ, রাইহানা বিনতে যায়েদ, মাইমুনা বিনতে হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহুনা আজমাদীন)।
দুধমাতাগন:	তার মা আমেনা বিনতে ওহাব, তার চাচা আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা, হালিমা বিনতে আবি যুয়াইব আস সাদিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা।
সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত:	সূরা আলাক এর আল্লাহ তা'আলার বাণী: (إقرأ باسم ربك الذي خلق ° خلق الإنسان من علق ° اقرأ وربك الأكرم ° الذي علم بالقلم ° علم الإنسان ما لم يعلم °)
সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি:	পুরুষদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, মহিলাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, বাচ্চাদের মধ্যে আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, মুক্ত দাসদের মধ্যে যায়েদ বিন হারেসা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং দাসদের মধ্যে বেলাল বিন রাবাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।
হজ্জ এবং ওমরাহ:	তিনি চারটি ওমরা করেছেন, প্রত্যেকটিই জিলকদ মাসে, এবং তিনি একটি হজ করেছেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত, হিজরতের দশম বছর এই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।
চরিত্র:	আল্লাহ তা'আলা বলেন: (وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) ; উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন: " তার চরিত্র ছিল আল কুরআন "।
তাঁর জীবনী পড়ার গুরুত্ব:	ইবনুল কাইয়িম রাহিমাল্লাহু বলেন: "যেহেতু মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হিদায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায় এবং নিজের নাজাত ও সফলতা ভালবাসে, তার উপর আবশ্যিক হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হিদায়াত, তাঁর জীবনী ও তার মর্যাদা সম্পর্কে জানা, যেন সে এর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের দল থেকে বের হয়ে আসতে পারে, এবং তাঁর অনুসারী লোকদের দলভুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে কেউ খুব সামান্যই অগ্রগামী, কেউ কেউ অনেক বেশি অগ্রগামী, আবার কেউ বঞ্চিত। অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, আল্লাহ তায়ালা মহান অনুগ্রহশীল।